

পরীক্ষা হয় রামদিয়া, কেন্দ্র কাশিয়ানী

এম এ খালেক ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় কলেজটি বহুদিন ধরে কাশিয়ানী, আলফাডাঙ্গা উপজেলায় শিক্ষার আলো বিস্তার করে আসছে। স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের পর থেকেই কলেজটি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র রূপান্তরিত হয়। এবং প্রতি বৎসরই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুশ্বেদর বিষয়, ১৯৮৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার খাতায় কেন্দ্র কাশিয়ানী লিখতে হলেও আলো পরীক্ষা দিতে হয়েছে কাশিয়ানী উপজেলা সদর থেকে ১০ মাইল দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চল রামদিয়ায়।

এ বৎসর কাশিয়ানী কলেজ থেকে প্রায় তিনশত ছাত্র-ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। রামদিয়া এমন একটি অল্পপাড়া গাঁ বেখানে থাকার সুব্যবস্থা নেই। একটা লজিং মেলানো সম্ভব হয় না। কোন ঘর ভাড়া করে থাকার মত ব্যবস্থা নেই। ছেলে মেয়েরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে পড়তে হয় মহাবিপাকে। গ্রামের ৯০ ভাগ ছেলে মেয়ে গরীবের সন্তান। পরীক্ষার ১৫/২০ দিন বাসা ভাড়া করে এক হাজার দেড় হাজার টাকা খরচ করার আর্থিক সংগতি অর্জকেরই নেই। একটু বৃষ্টি হলেই উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। কারণ একমাত্র রাস্তা মাটির। গত বৎসর এসব বিভিন্ন সমস্যার দরুন অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা ছপ দিয়ে বাড়ি চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এ কারণে এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা তদবির করেছেন কলেজে পুনরায় পরীক্ষা কেন্দ্র আনতে। কিন্তু তারা বিফল হয়েছেন। তবে এবারও যদি রামদিয়ায় কেন্দ্র রাখা হয়, তা হলে গতবারের ন্যায় এবারও অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবেনা।

অতএব এসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা কেন্দ্র কাশিয়ানী কলেজে পুনরায় দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। এম এ কামরুল হাসান খান (আসলাম) জিএস, ছাত্র-ছাত্রী সসেদ, কাশিয়ানী এমএ খালেক ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় কলেজ। গোপালগঞ্জ।